কালের কন্ঠ ০২.০১.১৭

নৌপরিবহনমন্ত্রী জানালেন

চার লেনের আরসিসি সড়ক হচ্ছে পায়রায়

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ▷

নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান জানিয়েছেন, পায়রা সমুদ্রবন্দরের চার লেনের সংযোগ আরসিসি ঢালাই দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশে আরসিসি ঢালাই দিয়ে চার লেনের সড়ক নির্মাণ এটাই প্রথম। বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে এ সড়কের স্থায়িত্ব বেশি হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করেছেন।

গতকাল রবিবার দুপুরে কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের পায়রা সমুদ্রবন্দরের প্রবেশদ্বারে সড়ক নির্মাণকাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাজাহান খান এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, সংসদ সদস্য মো. মাহবুবুর রহমান তালুকদার, নৌপরিবহনসচিব অশোক মাধব রায়, কলাপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মোতালেব তালুকদার ও পৌর মেয়র বিপুল চন্দ্র হাওলাদার প্রমুখ।

এ ছাড়া গতকাল অনুষ্ঠান শেষে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, তৃতীয় গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর পায়রা বন্দর উদ্বোধন করেন। অবকাঠামো নির্মাণের পর ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট সীমিত আকারে পায়রা বন্দরের বাণিজ্যিক পরিচালনা শুরু হয়। পায়রা বন্দরে রেলপথ নির্মাণের জন্য যুক্তরাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ রেলওয়ের সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছে। বন্দর এলাকায় বিমানবন্দর, ড্রাই ডক, পর্যটনকেন্দ্র, অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ হবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, সরকারের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত পায়রা গভীর বন্দরের সীমিত অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে প্রকল্প আকারে নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে বন্দরের কার্যক্ষমতা ও সফলতা। তাই নৌপথ, সড়কপথ, রেলপথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পর বিমানবন্দর নির্মাণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে পায়রা বন্দরের সংযোগ সড়ক চার লেনবিশিষ্ট নির্মাণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সে লক্ষ্যে মহাসড়কের রজপাড়া থেকে পায়রা বন্দর পর্যন্ত পাঁচ দশমিক ৬০ কিলোমিটার আরসিসি রাস্তা ২৫৪ কোটি ৫১ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে। রাস্তা প্রশস্ত হবে ২৩ দশমিক ২৯ মিটার। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ঢাকার এমবিইএলের অধীনে ২০১৬ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সড়ক নির্মাণকাজ।